২০/৭/২০০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৫...

ফল বিপর্যয় ॥ চট্টগ্রামে ৫৭টি কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

বি সংবাদদাতা ॥ মারাত্মক ফল বিপর্যয়ের জন্য চট্টগ্রাম াক্ষাবোর্ড ৫৭টি কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তে যাচ্ছে। এর মধ্যে ৮টি কলেজের স্বীকৃতি সরাসরি াতিল হতে পারে। এ ছাড়া স্বীকৃতি কেন বাতিল হবে না র্মে আরও ৪৯টি কলেজকে শোকজ করা হবে। যে ৮টি লেজের স্বীকৃতি সরাসরি বাতিল হতে পারে সেগুলো থকে এবারের এইচএসসিতে কেউই পাস করেনি। এর াধ্যে কর্নেল (অব) অলি আহমেদ বীরবিক্রম কলেজও য়েছে।

ট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এবার ৬৭টি কেন্দ্রে ১৪৬টি কলেজের ৪৪ হাজার ৪শ' ৫২ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে মাত্র ১০ হাজার ৬শ' ১৪ জন। পাসের হার ২৩ দশমিক ৮৮। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এবার ৮টি কলেজ যথাক্রমে রাঙ্গুনিয়া শিলক মহিলা কলেজ, বেঙ্গল হালিয়া কলেজ, রাজস্থলী কলেজ, দ. রাঙ্গুনিয়া পদুয়া কলেজ, রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ, চন্দনাইশ অলি আহমেদ বীরবিক্রম কলেজ, পটিয়া শেভিনদণ্ডী হাইস্কুল ও কলেজ এবং মোজাফফরাবাদ যশোদা নগেন্দ্র আবাসিক মহিলা কলেজ থেকে কেউই পাস করতে পারেনি। নিয়ম অনুসারে এসব কলেজের স্বীকৃতি সরাসরি বাতিল এবং সরকারী অনুদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, নিয়ম অনুসারে যেসব কলেজের পাসের হার .০১ থেকে ১০-এর নিচে, সেসব কলেজকে শোকজ করা হবে। এ রকম কলেজ শনাক্ত হয়েছে ৪৯টি। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া কলেজ (.৬৪%), শাহ আলম চৌধুরী কলেজ (.৭৪%), রাউজান অগ্রসর মহিলা কলেজ (.৮১%), নোয়াপাড়া ডিগ্রী কলেজ (.৮৯%), কধুরখিল জলিল আম্বিয়া কলেজ (.৯৬), রাউজান কাউখালি কলেজ (১.২৩%), দেওয়ানপুর এসকে সেন স্কুল ও কলেজ (১.৫০%), হুলাইন ছালেহ নুর কলেজ (১.৬২%), রাউজান হাজি বাদশা মিয়া কলেজ (১.৭০%), বোয়ালখালি সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ (১.৮০%), মহেশখালি হোয়ানক কলেজ (২.০৪%), রাউজান আশালতা কলেজ (২.২২%), রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ (২.৪২%), বোয়ালখালি হাজি নুরুল হুদা মহিলা কলেজ (৩.০৫%), রাঙ্গুনিয়া কলেজ (৩.৩৪), টেকনাফ কলেজ (৩.৩৫%), রাঙ্গুনিয়া হাসিনা জামাল মহিলা কলেজ (৩.৪৫%), [illegible] কলেজ (৩.৭৯%), বোয়ালখালি স্যার এটি সরকারী কলেজ, রাউজান ইমাম গাজ্জালি কলেজ (৩.৯২%), পটিয়া খলিলুর রহমান মহিলা কলেজ (৪.১১%), বাঁশখালি আলাওল কলেজ (৪.৪৬%), আনোয়ারা শাহ মুহসেন আওলিয়া কলেজ (৪.৪৮%), রাজানগর রানীরহাট কলেজ (৪.৬০%), ফটিকছড়ি হোয়াকো বনানী কলেজ (৪.৭১%), মোজাফফরাবাদ কলেজ (৪.৭৬%), সাতকানিয়া আদর্শ মহিলা কলেজ (৫.১৭%), উখিয়া কলেজ (৫.২৫%), মনশা স্কুল ও কলেজ (৫.২৬%), নাজিরহাট কলেজ (৫.৩৯%), বাঁশখালি উপকূলীয় কলেজ (৫.৪৩%), বাঁশখালি ডিগ্রী কলেজ (৫.৫%), রাঙ্গুনিয়া সৈয়দা সেলিমা কাদের চৌধুরী কলেজ (৫.৮৩%), চুনতি মহিলা কলেজ (৬.৪৫%), ধলঘাট স্কুল ও কলেজ (৬.৫২%), রাউজান কলেজ (৭.৪২%), মহেশখালি কলেজ (৭.৫০%), সাতকানিয়া কর্নেল (অব) অলি আহমেদ বীরবিক্রম কলেজ (প্রস্তাবিত-৭.৫৮%) মীরসরাই কলেজ (৭.৮৩%), পশ্চিম পটিয়া এজে চৌধুরী কলেজ (৭.৮৪%), সাতকানিয়া বার আউলিয়া কলেজ (৭.৯০%), কক্সবাজার ঈদগাঁও ফরিদ আহমদ কলেজ (৭.৯৩%), কাটিরহাট মহিলা কলেজ (৭.৯৫%) হাটহাজারি কলেজ (৮.০৬%), নানিয়ারচর কলেজ (৮.৩৩%), জেএম সেন নৈশ কলেজ (৮.৫৭%) রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ (৯.০৯%), লোহাগাড়া মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ (৯.৩৯%) এবং পাহাড়তলী কলেজ (৯.৬১%)। বোর্ড সূত্র জানায়, এই ৪৯টি কলেজে স্বীকৃতি ও পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি কেন বাতিল হবে না ম শোকজ করা হবে। সূত্র আরও জানায়, বোর্ডের নামক কলেজগুলোর গড় ফলাফলও সন্তোষজনক নয়। মাত্র ২ কলেজ ১০০% পাস দেখাতে পেরেছে। এ ২টি হ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ও ইউরিয়া ফার্টিলাইজা কলেজ। বোর্ড সূত্র সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছেন ইস্পাহা কলেজের ফলাফলে অকৃতকার্য দেখে। এই কলেজ থে যেখানে ২৭ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে, কলেজেই ফেল করেছে ৪ জন। এটা অকল্পনীয়। এ ছা চট্টগ্রাম কলেজে ২শ' ৯১ জন, মহসিন কলেজে ৩শ' ৯ জন, সিটি কলেজে ১ হাজার ৭শ' ৪০ জন, কমার্স কলে ১শ' ২৩ জন এবং সরকারী মহিলা কলেজে ২শ' ২১ জ ফেল করেছে। অথচ এসব ছাত্রছাত্রী অধিকাংশ এসএসসিতে স্টার স্ট্যান্ডসহ প্রথম বিভাগ পেয়েছিল।

৮ কলেজের স্বীকৃতি বাতিল হতে পারে